৭৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

শিক্ষা ॥ লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র

শেখ শাহবাজ রিয়াদ

ব্যক্তি-সমাজ রাষ্ট্র জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকর শক্তি হচ্ছে শিক্ষা। ৯০'র দশক থেকে মানব সম্পদ উন্নয়নের যে ধারণা প্রচলিত হয়ে আসছে তার প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষা। মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচক-এর প্রতিটি উপাদানে শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণেই বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় (১৪৬তম) এক বছরে ৩ ধাপ (১৪৩) এগিয়ে এসেছে। 'শিক্ষা' সর্বাধিক লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ প্রত্যক্ষ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োজিত সম্পদ বা অর্থের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে জাতীয় অর্থনীতি লাভবান হয়। শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত Rate of Return অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্র থেকে বেশি। অর্থনীতিবিদ গুলজের মতে প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োজিত মূলধনের Rate of Return ৩৫% মাধ্যমিক শিক্ষার ২০% এবং উচ্চ শিক্ষায় ১১%। *জিনবোমেন এবং এন্ডারসন-এর গবেষণার ফলাফল হলো যে সকল দেশের সাক্ষরতার হার ৯০%-এর বেশি শুধুমাত্র সেই সকল দেশের মাথাপিছু আয় ৫০০ ডলারের ওপরে। সাক্ষরতার হার ৩০%-এর নিচে হলে মাথাপিছু আয় ২০০ ডলারের নিচে হবে। এবং কোন দেশের মাথাপিছু আয় ৩০০ ডলারের বেশি করতে হলে সাক্ষরতার হার ৪৯% হতে হবে।* অর্থনীতিবিদ প্রিসলি দেখিয়েছেন "কোন দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০% প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে ঐ দেশ উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপটি অতিক্রম করতে পারে না। বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ প্রভৃতি সংস্থার মতামত হলো বাংলাদেশের মতো উনয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন প্রকল্পগুলো টিকিয়ে রাখতে হলে

৫০% জনশক্তিকে মাধ্যমিক
শিক্ষিত করতে হবে। ইউনেস্কোর
হলো মোট জাতীয় আয়ে
শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে
বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়ো
জাতীয় আয়ের ২% মাত্র, এমত
সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন, ম
আয়বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ক
বাস্তবায়ন। তদুপরি মানব সম্পদ উ
জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও অধিক
ত্বরিত বিনিয়োগের বিকল্প নেই।
শিক্ষিত বেকার যুবক
আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে
পুঁজিতে (Human capital) র
করার জন্য শিক্ষা বিনিয়োগ বৃদ্ধি
হবে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক ব
ব্যাংক বা শিক্ষা উন্নয়ন ব্যাংক প্র
মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত বি
বৃদ্ধি করে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য
করা যেতে পারে।